এমএসএস খবর

মে, ২০২৫ সংখ্যা

আর্থসামাজিক
উন্নয়নে
সাফল্যের ৫০ বছর
১৯৭৪-২০২৪
MSS
Working for the People

সুবিধাবঞ্চিত যুবসমাজের উন্নয়নে এমএসএস ও ইটস হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের সমঝোতা স্মারক

এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত যুবসমাজের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) ও ইটস হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন- এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আখতারুজ্জামান এবং ইটস হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম প্রধান নূর-ই-ফাইজুন নাহার এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। যৌথ এই উদ্যোগের ফলে তরুণদের প্রশিক্ষণ, মানসম্পন্ন সম্পদের সহজপ্রাপ্যতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী "হাতে খড়ি" কর্মসূচির আওতায় চারটি দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স পরিচালনা করা হবে, যা হলোঃ রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন ও মেইনটেন্যান্স, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও কম্পিউটার অপারেশন।

এমএসএস-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, "এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যাবে এবং এটি টেকসই উন্নয়নের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।"

শিশুকাননে শিশুদের পুষ্টি নিরূপণে কার্যকর উদ্যোগ

শিশুদের সুস্থ শারীরিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সফলভাবে মুয়াক (MUAC) টেস্ট পরিচালিত হয়েছে। গত ১৪ই মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যালয়ের সকল শিশুর শারীরিক পুষ্টির অবস্থা নিরীক্ষা করা হয়।

মুয়াক (MUAC) টেস্ট একটি সহজ ও দ্রুত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বাহুর মধ্যভাগের পরিধি পরিমাপ করে শিশুর পুষ্টিগত অবস্থা নির্ধারণ করা হয়। এর মাধ্যমে কোন শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং তাকে কী ধরনের যত্ন বা চিকিৎসা প্রয়োজন।

স্থানীয় একজন অভিভাবক জানান, "আর্থিক সমস্যার কারণে আমরা সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারি না। এভাবে মাঝে মাঝে এমন পদক্ষেপ নিলে এতে করে আমরা অভিভাবকরা বাচ্চাদের পুষ্টির বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারব।"

শিশুকাননের শিক্ষক জানান, "শিশুকানন শুধুমাত্র একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়; শিশুরা এখানে মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক বিকাশেও বিশেষ যত্ন পায়।"

কড়াইলে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে চক্ষুসেবা

সুবিধাবঞ্চিত স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে চক্ষুসেবা দিতে এমএসএস আই কেয়ার প্রোগ্রামের (ইসিপি) তত্ত্বাবধানে রাজধানীর কড়াইলে জাগো ফাউন্ডেশন স্কুলে গত ৫-৬মে অনুষ্ঠিত হয় স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রাম।

জনাবা ফিরোজা ইসলাম ও জনাবা হাসনিন মুক্তাদির- এর অর্থায়নে দুই দিনব্যাপী এই স্কুল সাইট টেস্টিং প্রোগ্রামে মোট ৪৮৫ জন (ছাত্র ২২৪, ছাত্রী ২৬১) শিক্ষার্থীর বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ৫৪ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ ও ২৩ জনকে ঔষুধ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও ১৬ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আই কেয়ার প্রোগ্রামের (ইসিপি) সহযোগী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

জাগো ফাউন্ডেশন স্কুলের শিক্ষিকা মেহরিন হাসান বলেন, "এমএসএস আই কেয়ার প্রোগ্রামের (ইসিপি) উদ্যোগে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে একদম নিখুঁতভাবে শিশুদের চোখ পরীক্ষা করা হচ্ছে। শিশুদের চোখের স্বাস্থ্য সেবায় এমন উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।"

ঋণ সহায়তায় বদলে গেছে আনোয়ার হোসেনের জীবন

প্রোঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন

একজন সাদামাটা মানুষ ৫৭ বছর বয়সী মোঃ আনোয়ার হোসেন। ১৯৯০ সালে মাত্র ৫০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে ভাড়ার দোকান দিয়ে তার ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু হয়। শুরুটা ছিল অনেকটাই কঠিন। দীর্ঘদিন ব্যাংক বা এনজিওর কাছ থেকে কোনো ঋণ না পাওয়ায় ধীরগতিতে চলে তার ব্যবসা।

২০২১ সালে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)-এর কর্মকর্তারা তার দোকান পরিদর্শন করে ঋণ সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব দেন। সে বছর ডিসেম্বর মাসে প্রথম দফায় তিনি ১৫ লাখ টাকা ঋণ পান, যা দিয়ে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। এরপর ২০২২ সালে দ্বিতীয় দফায় আরও ১৫ লাখ টাকার ঋণ নেন।

অবশেষে দীর্ঘ ৩৪ বছরের পরিশ্রম আর ধৈর্যের ফলে বর্তমানে 'পদ্মা বিয়ারিং হাউজ' নামে তার নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যেখানে বর্তমানে ৫ জন কর্মচারী কাজ করছেন।

ব্যবসার প্রসঙ্গে মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, "শুরুর দিকে খুব কষ্ট করেছি। কখনো ভেবেছি হাল ছেড়ে দেব, কিন্ত ধৈর্য রেখেছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা বাড়তে থাকে, কিন্তু পুঁজি ছিল সীমিত। অনেক এনজিও ও ব্যাংকে চেষ্টা করেও ঋণ পাইনি। পরবর্তীতে মানবিক সাহায্য সংস্থার ঋণ না পেলে এতদূর আসা সম্ভব হতো না। আমি মানবিক সাহায্য সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

বর্তমানে তার ব্যবসার মূলধন প্রায় ৫ কোটি টাকা। নিজস্ব দোকানের পাশাপাশি রয়েছে একটি ভাড়ার গোডাউন। একই সঙ্গে 'নর্দান ফিড' নামে একটি খাদ্য প্রস্তুতকারী ব্যবসাও পরিচালনা করছেন, যেখানে গরু, মাছ ও পোলট্রির খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (৩য় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org